প্রথম আলো

২৬ SEP 2025

ভারত থেকে বাসমতী ছাড়া অন্য চাল রপ্তানিতে শর্তারোপ

প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশে

ভারত সরকার বলছে, চাল রপ্তানির ক্ষেত্রে এখন থেকে দেশটির কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন নিতে হবে।

বাংলাদেশ ভারত থেকে নন-বাসমতী বা সাধারণ চালের অন্যতম বড় আমদানিকারক দেশ। ভারত থেকে গত অর্থবছরে মোট ৬ লাখ টন চাল আমদানির অনুমোদন দিয়েছিল বাংলাদেশ সরকার।

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

ভারত থেকে বাসমতী ছাড়া অন্য চাল রপ্তানিতে নতুন শর্ত আরোপ করেছে দেশটি। নতুন এ শর্ত হলো, এখন থেকে বাসমতী ছাড়া অন্যান্য চাল রপ্তানিতে অবশ্যই কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এপিইডিএ) নিবন্ধন নিতে হবে।

গত বুধবার ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তর (ডিজিএফটি) এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করে। নতুন শর্ত অনুযায়ী, এ ধরনের চাল (নন-বাসমতী) কেবল এপিডিএর সঙ্গে নিবন্ধনের পরই রপ্তানি করা যাবে।

বাংলাদেশ ভারত থেকে নন-বাসমতী বা সাধারণ চালের অন্যতম বড় আমদানিকারক দেশ। ভারত থেকে গত অর্থবছরে মোট ৬ লাখ টন চাল আমদানির অনুমোদন দিয়েছিল বাংলাদেশ সরকার। আমদানি করা এসব চালের সিংহভাগই এসেছে ভারত থেকে। চাল আমদানিকারকেরা বলছেন, ভারতের নতুন শর্তের কারণে চাল আমদানিতে নতুন করে অশুল্ক বাধা সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য ভারত ছাড়াও পাকিস্তান, ভিয়েতনামসহ কয়েকটি দেশ থেকেও চাল আমদানি করে থাকে বাংলাদেশ।

এমন এক সময় ভারত চাল রপ্তানিতে নতুন শর্ত দিল, যখন দেশটির চালের মজুত ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। সম্প্রতি রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর হিসাব অনুযায়ী, ভারতের সরকারি গুদামে চালের মজুত গত বছরের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। একই সময়ে গমের মজুতও গত চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে।

ভারত গত কয়েক মাসে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যে বেশ কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। যেমন বাংলাদেশ থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, প্লাস্টিকসহ বেশ কিছু পণ্য রপ্তানিতে দেশের পূর্বাঞ্চলীয় স্থলবন্দরগুলো দিয়ে রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। ফলে স্থলপথে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে এসব পণ্য রপ্তানি করা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে নতুন করে ৯ ধরনের পণ্য আমদানিও নিষিদ্ধ করেছে ভারত। পণ্যগুলো হলো ফ্ল্যাক্স সুতার বর্জ্য, কাঁচা পাট, পাটের রোল, ফ্ল্যাক্স সুতা, পাটের সুতা, ফুড গ্রেড সুতা, লিনেন কাপড়, লিনেন ও তুলার সুতামিশ্রিত কাপড় এবং কম প্রক্রিয়াজাত বোনা কাপড়। সমুদ্রপথে মুম্বাইয়ের নভোসেবা বন্দর দিয়ে এসব বাংলাদেশি পণ্য ভারতে যেতে হবে।

ভারত কত চাল রপ্তানি করে

ইকোনমিক টাইমস-এর তথ্যানুসারে, বিশ্বে চালের অন্যতম বৃহৎ রপ্তানিকারক দেশ ভারত চলতি অর্থবছরের এপ্রিল-আগস্ট সময়ে ৪৭০ কোটি ডলারের চাল রপ্তানি করেছে। এ সময় দেশটির চাল রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। বিশ্ববাজারে চালের দাম কেমন থাকবে, তা অনেকটা নির্ভর করে ভারতের ওপর। বিশ্ববাজারের ৪০ শতাংশ চাল একাই রপ্তানি করে ভারত।

এর আগে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত বাসমতী ছাড়া অন্যান্য চাল রপ্তানি থেকে সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিল। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার দেশটির অভ্যন্তরীণ বাজারে চালের সরবরাহ নিশ্চিত ও দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়। এর ১৪ মাস পর তারা সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিল।

সরকারের ওই সিদ্ধান্তে ভারতের চাল রপ্তানিকারকেরা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এটিকে তাঁরা চালের বাজারের জন্য 'গেম চেঞ্জার' বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে আখ্যা দেন।

মূলত ভারতে চালের উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে গত বছর রপ্তানি থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। এরপর বিশ্ববাজারে চালের দাম কমতে শুরু করে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, এ বছর সব ধরনের চালের মূল্যসূচক ১৩ শতাংশ কমেছে। ফলে কিছুদিন আগে চালের দাম আট বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। এখন আবার ভারতের এ সিদ্ধান্তে চালের বাজারে প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সমকাল

2 6 SEP 2025

চাল রপ্তানিতে ভারতের নতুন শর্ত আরোপ

■ সমকাল প্রতিবেদক

নন-বাসমতি চাল রপ্তানিতে নতুন শর্ত আরোপ করেছে ভারত। শর্তমতে এখন থেকে বাসমতি ছাড়া অন্যান্য চাল রপ্তানি করতে হলে অবশ্যই কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে (এপিইডিএ) নিবন্ধন নিতে হবে। গত বুধবার ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তর (ডিজিএফটি) এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করে।

এতে বলা হয়, নন-বাসমতি চালের রপ্তানিনীতিতে অতিরিক্ত শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। এখন থেকে নন-বাসমতি চাল কেবল এপিডায় নিবন্ধনের পরই রপ্তানি করা যাবে।

ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ চাল রপ্তানিকারক দেশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকায় প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি নন-বাসমতি বা সাধারণ চাল আমদানি করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার গত অর্থবছরে ছয় লাখ টন চাল আমদানির অনুমোদন দিয়েছিল। আমদানি করা চালের বেশির ভাগই এসেছিল ভারত থেকে। দেশটির এই শর্ত বাংলাদেশের আমদানিতে কতটা প্রভাব ফেলবে তা এখনই অনুমান করা যাচ্ছে না। কারণ ভারত ছাড়াও ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, মিয়ানমারসহ বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশ চাল আমদানি করে।

এ ব্যাপারে আমদানিকারকদের কেউ কেউ বলছেন, নতুন এই শর্ত নির্দিষ্ট কোনো দেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে দেওয়া হয়নি। ফলে এই শর্ত বাংলাদেশের আমদানির ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোনো প্রভাব ফেলার আশঙ্কা কম। আবার কারও মতে, এটি আমদানির ক্ষেত্রে এক ধরনের অশুল্ক বাধা, যা ভারতীয় রপ্তানিকারকদের জন্য কিছুটা ঝামেলা হতে পারে। কারণ, রপ্তানির অনুমতির জন্য তাদের ওই দপ্তরে যেতে হবে। এতে হয়তো রপ্তানি প্রক্রিয়ায় কিছুটা সময় লাগতে পারে। তাদের মতে, ভারতে এখন প্রচুর পরিমাণে চাল মজুত রয়েছে। এই চাল তাদের রপ্তানি করতে হবে।

বাংলাদেশ রাইস মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি কাওসার আলম সমকালকে বলেন, কিছুদিন পর পর বোঝা যাবে যে, প্রভাব আসলে পড়বে কী পড়বে না। তবে এই মুহূর্তে নতুন এই শর্ত চাল আমদানির ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না। এমনকি দামের ক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা হবে বলে মনে করি না।

> বাসমতি ছাড়া অন্যান্য চালে ভারতের রপ্তানিকারকদের এপিইডিএর নিবন্ধন লাগবে
>
> কিছুদিন পর বোঝা যাবে বাংলাদেশে কোনো প্রভাব পড়বে কিনা। আপাতত কোনো সমস্যা নেই
>
> **কাওসার আলম**
> সহসভাপতি, বাংলাদেশ রাইস মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন

এদিকে আগামী মাসগুলোতে চালের দাম কমে আসবে বলে মনে করছে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)। জিইডির ইকোনমিক আপডেট অ্যান্ড আউটলুক-সেপ্টেম্বর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে বলা হয়, ২০২৫ সালে মোট ১০ লাখ ৭০ হাজার টন বোরো সংগ্রহ করা হয়েছিল। ২০২৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ ১০ লাখ ৮২ হাজার টনে পৌঁছেছে। গত মাসে সরকার চালের বাজার স্থিতিশীল করার অংশ হিসেবে শুল্কমুক্তভাবে পাঁচ লাখ টন চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়। ১২ আগস্ট থেকে বেসরকারি আমদানিকারকরা সরকারের অনুমোদন পাওয়ার পরপরই আমদানি শুরু করেন। বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে চার মাস পর পুনরায় চাল আমদানি শুরু হয়।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য বলছে, বর্তমানে খাদ্যশস্যের সরকারি মজুতের পরিমাণ ১৭ লাখ ৩৪ হাজার ৯৭ টন। এর মধ্যে ১৬ লাখ ৫২ হাজার ৭০২ টন চাল, ১৩ হাজার ৫০ টন ধান ও ৭২ হাজার ৯১৩ টন গম মজুত রয়েছে।

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের হিসেবে, দেশে বছরে চালের চাহিদা রয়েছে ৩ কোটি ৫০ লাখ থেকে ৩ কোটি ৮০ লাখ টন। বন্যা কিংবা প্রাকৃতিক নানা কারণে চালের উৎপাদন কম হলে আমদানির মাধ্যমে চাহিদা মেটানো হয়।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

26 SEP 2025

TRADE REBOUND FOR STEEP US TARIFFS, COST HIKE IN CHINA

US buyers switching to BD for sourcing travel goods

Local exporters laugh having higher export orders

MONIRA MUNNI

American buyers are increasingly switching to Bangladesh for sourcing travel goods in a trade redirection driven by high US tariffs and rising production costs in China, exporters say.

The rebound has already begun to be conspicuous in export earnings with Bangladesh's shipments of luggage, handbags, sports bags and purses to the United States having surged by over 23 per cent year on year in the first seven months of 2025.

Notwithstanding the momentum, industry-insiders alert, Bangladesh has yet to capture its potential share in the market due to structural bottlenecks, such as long lead times in shipment and dependence on imported raw materials.

Yet, exporters remain optimistic as global demand continues to rise, and more buyers are diversifying supply chains away from China.

Bangladesh earned US$60.99 million from travel-goods exports to the US between January and July 2025, up from $49.44 million in the same period of 2024, according to data from the US Department of Commerce's Office of Textiles and Apparel (OTEXA).

Among all product categories, man-made fibre (MMF) backpacks posted the strongest growth during the period, rising by 73.91 per cent to $6.98 compared to $4.01 million a year earlier.

Exporters have said global demand for travel goods, particularly in the US, has been on the rise, and Bangladesh enjoys a comparative advantage on tariffs and costs over China. However, they added, the country has been unable to fully exploit the opportunity due to constraints that include long lead times and the absence of a domestic raw-material base.

Bangladesh's exports of travel goods to the US fetched $90.59 million in 2024, more than double the $43.47 million earned in 2020, OTEXA figures show.

Over the January-July 2025 period, total US imports of travel goods reached $6.42 billion, compared with $6.20 billion in the same months of 2024.

Speaking to The Financial Express, Anisur Rahman, Executive Director of RFL Footwear, said demand for Bangladesh-made travel goods has been rising steadily as the country offers competitive labour costs alongside tariff benefits.

China finally bears a high-rated tariff of above 30 per cent following what is termed trade spat between the two economic superpowers, while Bangladesh finally gets its US rates pared down to 20 per cent following negotiated tradeoffs.

| SEE PAGE 7 COL 4

IPDC ডিপোজিট ৫১৬৫১৯

TRAVEL-GOODS EXPORTS TO US

January-July 2024
$49.44m

January-July 2025
$60.99m

Luggage, handbag, sport-bag, purses shipments to America surge over 23pc YoY in seven months of 2025

Long lead times in shipment, import dependence for raw materials stand in way

structural bottlenecks, such as long lead times in shipment and dependence on imported raw materials.

Yet, exporters remain optimistic as global demand continues to rise, and more buyers are diversifying supply chains away from China.

Bangladesh earned US$60.99 million from travel-goods exports to the US between January and July 2025, up from $49.44 million in the same period of 2024, according to data from the US Department of Commerce's Office of Textiles and Apparel (OTEXA).

Among all product categories, man-made fibre (MMF) backpacks posted the strongest growth during the period, rising by 73.91 per cent to $6.98 compared to $4.01 million a year earlier.

months of 2024.

Speaking to The Financial Express, Anisur Rahman, Executive Director of RFL Footwear, said demand for Bangladesh-made travel goods has been rising steadily as the country offers competitive labour costs alongside tariff benefits.

China finally bears a high-rated tariff of above 30 per cent following what is termed trade spat between the two economic superpowers, while Bangladesh finally gets its US rates pared down to 20 per cent following negotiated tradeoffs.

| SEE PAGE 7 COL 4

IPDC ডিপোজিট ৫১৬৫১৯

Luggage, handbag, sport-bag, purses shipments to America surge over 23pc YoY in seven months of 2025

Long lead times in shipment, import dependence for raw materials stand in way

US buyers switching

| FROM PAGE 1 COL 3

"High US tariffs on China and the rising cost of production there have prompted many American buyers to shift orders to Bangladesh," he said. "Initially, we received these orders through Chinese traders, but now more direct orders are coming as local exporters gain expertise."

Mr Rahman notes that while Chinese intermediaries still take a share of the profits, local exporters are benefiting as their capacity expands. He also points out that China, Vietnam and Cambodia remain the leading suppliers of travel goods globally. With a monthly production capacity of around 60,000 travel bags, including women's handbags, RFL also exports to Japan, South Korea and the European Union.

Exporters caution, however, that Bangladesh's growth potential remains stymied by structural challenges. The reliance on imported raw materials, largely from China, raises costs and slows production, undercutting competitiveness.

The US trade data show that imports of travel goods from China fell more than 21 per cent to $1.12 billion in the first seven months of 2025, from $1.43 billion in the same period of 2024. By contrast, shipments from Vietnam grew by 22.7 per cent to $766.44 million, while imports from Cambodia rose by 18.19 per cent to $1.06 billion. Imports from India also climbed 12.54 per cent to $258.18 million.

Munni fe@yahoo.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

The Business Standard

2 6 SEP 2025

Bangladesh Bank lifts 10% retention of advance remittances received against exports

BANKING – BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh Bank has lifted 10% retention of advance remittances received against exports to facilitate small exporters.

From now, banks can pay out hundred percent of advance remittances received from importers against export contracts to the exporters, according to a circular central bank issued on Thursday.

Bangladesh Bank eased the advance payment for trade facilitation aiming to help exporters

Advance payment against exports is a method of payment where the foreign buyer pays the exporter a portion or the full amount of the invoice before the goods are shipped, significantly reducing the exporter's risk of non-payment while increasing the buyer's risk. This method is beneficial for exporters in high-risk situations, such as dealing with new or unreliable customers, and can be processed through wire transfers, credit cards, or other electronic platforms.

Bangladesh Bank eased the advance payment for trade facilitation I SEE PAGE 4 COL 1

Bangladesh Bank lifts 10% retention

CONTINUED FROM PAGE 3

aiming to help exporters, said a senior executive of the central bank.

He said previously, exporters had to retain 10% of their advance payment with banks until execution of export. It is difficult for small exporters as their profit margin is not high. As a result, it becomes difficult for them to execute exports.

In this perspective, the central bank allowed banks to disburse full amount of advance payment to exporters subject to proper due diligence relevant export performance, the executive added.

According to the circular, before paying out money against advance payment, banks will maintain certain instructions including the exporter has received irrevocable LC/contract to execute export against advance payment; the previous export performance of the exporter is satisfactory and the exporter shall have adequate capability to execute the export order; the payment in advance shall not bear any interest; export needs to be executed within a period not exceeding one year from the date of receipt of advance payment.

However, instructions regarding export execution within one year period will not be applicable for advance payment received against performance bonds or bank guarantees/ standby LCs.

BB lifts condition on retaining advance export proceeds

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh Bank has waived the requirement for exporters to retain 10 percent of export proceeds received in advance from overseas buyers, in a move aimed at boosting cash flow and easing trade settlement.

The revised instructions would provide exporters quicker access to funds while ensuring safeguards for genuine transactions, according to a circular from the central bank yesterday.

As per the new guidelines, exporters must have a confirmed letter of credit (LC) or contract to execute shipments. Their past export performance must also be satisfactory, and they will need to demonstrate adequate capacity to fulfil the export order.

The central bank further said the advance payment must be interest-free, among other conditions.

Business insiders noted that the relaxation will help exporters procure raw materials and continue operations amid global trade challenges, while banks will oversee compliance to ensure accountability.